শিল্পবার্তা

❖ বর্ষ : ৬ ❖ সংখ্যা : ১২ ❖ অগ্রহায়ণ : ১৪২৪ ❖ ডিসেম্বর : ২০১৭

বাংলাদেশে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সহায়তা দেবে ইউনিডো

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠককালে বাংলাদেশ সফররত ইউনিডোর মহাপরিচালক

ইউনিডো'র মহাপরিচালকের সাথে বৈঠককালে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

বাংলাদেশে ই-বর্জ্য (Electronic-waste) ব্যবস্থাপনায় জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কারিগরি সহায়তা দেবে বলে জানিয়েছেন ইউনিডোর মহাপরিচালক মি. লি ইয়ং (Mr. LI Yong)। এছাড়াও কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রসার, জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নে ইউনিডো সহায়তা করতে আগ্রহী। গত ০৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সফররত ইউনিডোর মহাপরিচালক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠককালে এ কথা জানান। শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ইউনিডোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোঃ আবু জাফর, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সুষেণ চন্দ্র দাস, বেগম পরাগ, ইউনিডোর পরিচালক সিইয়ং জু (Ciyong Zou), বাংলাদেশে ইউনিডোর স্থায়ী প্রতিনিধি ড. জাকিউজ্ জামানসহ শিল্প মন্ত্রণালয় ও ইউনিডোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় স্থানীয় কৃষিভিত্তিক শিল্পের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, ট্যানারির কঠিন বর্জ্য ও দূষিত পানি ব্যবস্থাপনা, স্বল্প কার্বন নির্গমন, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পাটজাত পণ্যের বহুমুখীকরণে কারিগরি সহায়তা প্রদানসহ অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। বৈঠকে মি. লি ইয়ং বলেন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের উচ্চ প্রবৃদ্ধি দেশগুলোর অন্যতম। জনবহুল বাংলাদেশ বিশ্ব দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে ইউনিডোর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য একটি অনুকরণীয় মডেল। তিনি এ দেশের টেকসই শিল্প উৎপাদন ও অব্যাহত প্রবৃদ্ধির প্রশংসা করেন। বাংলাদেশে বর্জ্য ও দূষিত পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বল্প কার্বন নির্গমনে কারিগরি সহায়তা দিয়ে স্থানীয় শিল্পখাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসই শিল্প উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইউনিডো কাজ করে যাবে বলে তিনি জানান। শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশে গুণগত শিল্পায়ন ও মান অবকাঠামোর উন্নয়নে ইউনিডোর অব্যাহত সহায়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় ইউনিডো বাংলাদেশের শিল্পখাতের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে। তিনি সাভার চামড়া শিল্পনগরীর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ট্যানারি, মেডিক্যাল, গৃহস্থালী ও শিল্পবর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণের জন্য ইউনিডোর মহাপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি পাট শিল্পের আধুনিকায়নেও ইউনিডোর সহায়তা কামনা করেন। আমির হোসেন আমু বলেন, শিল্প-সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ শিল্প কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হচ্ছে। পরিবেশ সুরক্ষা করে এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে গুণগত শিল্পায়ন ও প্রযুক্তি স্থানান্তরে ইউনিডো কারিগরি সহায়তা দিতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

জ্ঞানপাপীদের কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হবে না

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় শিল্পমন্ত্রী

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু ও শিল্প সচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্।

পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট ব্যক্তি মুজিবকে নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হত্যার অপচেষ্টা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, এ হত্যাকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মুছে ফেলে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের লুজ কনফেডারেশন (Loose Confederation) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ মেনে নিতে পারেনি তারাই দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের সহায়তায় পনেরো আগস্টের নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এ মন্তব্য করেন। গত ২০ আগস্ট রাজধানীর বিসিআইসি মিলনায়তনে শিল্প মন্ত্রণালয় এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সুষেণ চন্দ্র দাস ও বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান শাহ্ মোঃ আমিনুল হক বক্তব্য রাখেন। আমির হোসেন আমু বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে হত্যা করে বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের মোটিভ এবং বেনিফিসিয়ারিদের দেখে এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এ হত্যাকান্ডের পেছনে ছিল বাংলাদেশকে নব্য পাকিস্তান বানানোর একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। ১৫ আগস্ট হত্যাকান্ডের পরবর্তীতে জাতীয় চার নেতা হত্যা, সংবিধান থেকে জাতীয় চার মূলনীতি ছেঁটে ফেলা, বেতারের নাম পাল্টে রেডিও বাংলাদেশ করা, তৎকালীন বিমান বাহিনী প্রধানের নেতৃত্বে সিরাত সম্মেলন আয়োজনসহ ষড়যন্ত্রকারীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী ধারাবাহিক কর্মকাণ্ড এটা প্রমাণ করে। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শক্তি হচ্ছে এ দেশের জনগণ। জনগণের আস্থা ও সমর্থনে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা ঘাতক চক্রের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ পর্যন্ত উনিশবার হত্যা চেষ্টা করার পরও আল্লাহতাআলা তাঁকে বারবার বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ শোষণমুক্ত অসাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। জনগণ এখন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করতে পারছে। আমির হোসেন আমু বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চতুর্মুখী চক্রান্ত চলছে। স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি এখনও ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে রাজনীতি করে আসা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জ্ঞানপাপীদের কোনো ধরনের চক্রান্ত সফল হবে না বলে তিনি দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেন। শিল্পসচিব বলেন, দেশকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছিল। বাঙালি জাতিকে সত্যিকারের মুক্তি দিতে বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের এক-চতুর্থাংশ সময় কারাগারে বন্দি অবস্থায় কাটিয়েছেন। স্বাধীনতা-উত্তর মাত্র সাড়ে তিন বছরে তিনি বাংলাদেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার, এক কোটি বাঙালি শরণার্থীকে পুনর্বাসন, চল্লিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণসহ অনেক আইন প্রণয়ন করে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের আদলে দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবার আহবান জানান।

কৃষিখাতের গুণগত মানোন্নয়নে কারিগরি সহায়তা করবে ইউএসডিএ

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠককালে ইউএসডিএ-এর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান ড. কুইং জেং-এর সহায়তা প্রস্তাব

বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য ও কৃষিভিত্তিক শিল্পপণ্যের গুণগত মানোন্নয়নে কারিগরি ও অবকাঠামোগত সহায়তা করবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড স্টেটস্ ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠককালে ইউএসডিএ-এর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিভাগের (Environmental Management Division) প্রধান ড. কুইং জেং (Dr. Qiying Zhang) এ সহায়তার প্রস্তাব দেন। গত ০৭ অক্টোবর ওয়াশিংটনে অবস্থিত 'ইউনাইটেড স্টেটস্ ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ) পরিদর্শনকালে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কৃষিখাতের আধুনিকায়নে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আমির হোসেন আমু বলেন, বাংলাদেশে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শিল্পখাত বিকাশের পাশাপাশি কৃষিখাতেও ব্যাপকহারে উৎপাদনশীলতা বাড়ছে। দেশীয় কৃষি বিজ্ঞানীদের গবেষণায় উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসলের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ফলে কৃষি উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । বর্তমানে সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় এবং চাল, মিঠা পানির মাছ এবং ছাগল উৎপাদনে চতুর্থ স্থান অধিকার করে আছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) সহায়তায় মাছের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য আন্তর্জাতিকমানের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত মাছের প্রতি উন্নত দেশের ক্রেতাদের আস্থা বাড়ছে। বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী বলেন, উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার গুণগতমান বিশ্বমানে উন্নীত করতে সরকার ইতোমধ্যে জাতীয় গুণগত মান নীতি প্রণয়ন করেছে। এ নীতি বাস্তবায়নের জন্য 'বাংলাদেশ জাতীয় গুণগতমান ও কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল (Bangladesh National Quality & Technical Regulatory Council / BNQTRC) গঠন করা হচ্ছে। এর ফলে বিশ্ববাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশি পণ্যের টিকে থাকার সক্ষমতা আরো বাড়বে। শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য ও কৃষিভিত্তিক শিল্পপণ্যের গুণগত মানোন্নয়নে ইউএসডিএ-এর কারিগরি ও অবকাঠামোগত সহায়তার প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। এর মাধ্যমে কৃষিখাতের উন্নয়নে দ্বিপাক্ষিক সহায়তার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

স্বচ্ছতার সাথে চিনি আমদানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে শিল্পমন্ত্রীর নির্দেশ

চিনিকলগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সম্মেলনে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

সর্বোচ্চ স্বচ্ছতার সাথে চিনি আমদানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে (বিএসএফআইসি) কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, আগামী রমজানে বাজারে নিরবচ্ছিন্ন চিনি সরবরাহ এবং সাম্প্রতিক বন্যায় আখ উৎপাদনের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকার বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের (বিএসএফআইসি) মাধ্যমে ১ লাখ মেট্রিক টন চিনি আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমদানির মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা চিনি শিল্পের উন্নয়নে কাজে লাগানোর তাগিদ দেন তিনি। শিল্পমন্ত্রী ২০১৭-১৮ আখ মাড়াই মওসুমে চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিএসএফআইসি-এর আওতাধীন চিনিকলগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের সম্মেলন উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ নির্দেশনা দেন। গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাজধানীর দিলকুশায় অবস্থিত চিনি শিল্পভবনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ১০টি চিনিকলের ব্যবস্থাপকদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন গাড়ির চাবি হস্তান্তর করেন। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এ.কে.এম. দেলোয়ার হোসেন সভায় সভাপতিত্ব করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, চিনিশিল্পের সাথে ৩০ হাজার শ্রমিক পরিবারসহ অনেক আখ চাষি জড়িত। চিনিকলগুলো সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এসব বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আনুকূল্যে অ-লাভজনক চিনি শিল্পকে এখনও বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি অ-লাভজনক চিনিশিল্পে অপ্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, অতিরিক্ত ভাতা (ওভারটাইম) প্রদান ইত্যাদি বন্ধ রেখে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছ্যতা সাধনের পরামর্শ দেন। আমির হোসেন আমু বলেন, বর্তমান সরকার চিনিশিল্পকে লাভজনক করতে কেরু এন্ড কোম্পানি চিনিকলের মত অন্য কারখানাগুলোতেও পণ্য বৈচিত্র্যকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে সকল চিনিকলে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করে বিএমআরই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি চিনিকলকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করে উৎপাদন বাড়াতে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান।

চিনিকলগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সম্মেলনে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

উল্লেখ্য, ২০১৭-১৮ আখ মাড়াই মওসুমে বিএসএফআইসি ৬৫ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এটি অর্জনের জন্য আখ চাষিদের পাশাপাশি চিনিকল এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রমকসহ সবাইকে আখ চাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এর ফলে চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা সম্ভব হবে বলে চিনিকলগুলোর ব্যবস্থাপকরা উল্লেখ করেন।

বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য

মালয়েশিয়ান পণ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধনকালে শিল্পমন্ত্রী

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। গত ২১ সেপ্টেম্বর রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মালয়েশিয়ান পণ্যের প্রদর্শনী ''৫ম শোকেস মালয়েশিয়া-২০১৭''-এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। মন্ত্রী বলেন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় সরকার ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের জন্য বিশেষ প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। তিনি অন্য দেশের মত মালয়েশিয়ার উদ্যোক্তাদেরও এ ধরনের একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার আহবান জানান। বাংলাদেশে অবস্থিত মালয়েশিয়ান হাই কমিশনের সহযোগিতায় বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিএমসিসিআই) এ প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রদর্শনী আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার ইদহাম জুহরী মোহামেদ ইউনুস (Idham Zuhri Mohamed Yunus) বক্তব্য রাখেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, এশিয়ার উদীয়মান দেশগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আর্থসামাজিক উন্নয়নের অভিন্ন লক্ষ্য এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে সহমতের ফলে বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। এ সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে দু'দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে তিনি উভয় দেশের উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেন। উল্লেখ্য, তিন দিনব্যাপী আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে মালয়েশিয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা শিল্পখাতের ৬০টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। এসব প্রতিষ্ঠানের স্টলে তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা প্রদর্শন করা হয়। প্রদর্শনী উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন ব্যবসায়িক ইভেন্টে মালয়েশিয়ার প্রায় ১শ' জন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিসহ খ্যাতনামা চেম্বার নেতা ও উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীরা অংশ নেন।

২০১৮ সালের মধ্যে বিএসটিআই-এর লোগোযুক্ত বাটখারা ব্যবহার বাধ্যতামূলক

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)- এর ৩১তম কাউন্সিল সভায় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

বিএসটিআই - এর ৩১তম কাউন্সিল সভায় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

দেশব্যাপী বাধ্যতামূলকভাবে বিএসটিআই-এর লোগোযুক্ত বাটখারা ব্যবহার এবং দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য মিটার পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ২০১৮ সালের জুন মাসের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে। এরপর থেকে বিএসটিআই-এর লোগোবিহীন বাটখারা কিংবা মিটারের পরিবর্তে অন্য কোনো পরিমাপক ব্যবহার করলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। গত ১২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)- এর ৩১তম কাউন্সিল সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় দেশব্যাপী বিএসটিআই-এর মাধ্যমে পণ্য ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় বিএসটিআইকে আধুনিক ও শক্তিশালী করতে চলমান উন্নয়ন কর্মসূচি, জনবল বৃদ্ধি, নতুন প্রকল্প গ্রহণসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় ওজন ও পরিমাপে কারচুপি প্রতিরোধে ডিজিটাল স্কেল চালুর ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এ ধরনের পরিমাপক ব্যবহারে ব্যবসায়ী মহলে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এফবিসিসিআই এর সহায়তায় দেশব্যাপী চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় বেভারেজের নামে এনার্জি ড্রিংকস্ উৎপাদন ও আমদানির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। যেসব প্রতিষ্ঠান এ ধরনের অনৈতিক কাজের সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দ্রুত উকিল নোটিশ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় শিল্পমন্ত্রী বিএসটিআইকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এ প্রতিষ্ঠানের গুণগতমানের সাথে জনগণের জীবনের সুরক্ষার বিষয়টি জড়িত। এ বিবেচনায় মান নির্ধারণ ও পরীক্ষণের ক্ষেত্রে বিএসটিআই কর্মকর্তাদের নৈতিক মান আরো উন্নত হতে হবে। তিনি ব্যবসায়ী সমাজের সহায়তায় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের পরামর্শ দেন। মন্ত্রী তৃণমূল পর্যায়ে ভোক্তা সাধারণের জন্য মানসম্মত পণ্য ও সেবা নিশ্চিত করতে শিল্প কারখানায় আকস্মিক অভিযান পরিচালনার নির্দেশ প্রদান করেন।

সার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনার উদ্যোগ

বিসিআইসি ও টেলিটকের মধ্যে কর্পোরেট সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বিসিআইসি ও টেলিটকের মধ্যে কর্পোরেট সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী বেগম তারানা হালিম

সার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনতে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)-এর সাথে কর্পোরেট সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন মোবাইল অপারেটর টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড (টিবিএল)। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী বেগম তারানা হালিম এমপি- এর উপস্থিতিতে গত ১০ আগস্ট শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বিসিআইসির পক্ষে সংস্থার সচিব হাসনাত আহমেদ চৌধুরী এবং টেলিটকের পক্ষে সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মোঃ গোলাম কুদ্দুস সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। এ সময় শিল্পসচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আজিজুল ইসলাম, বিসিআইসির চেয়ারম্যান শাহ মোঃ আমিনুল হকসহ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এ কর্পোরেট সমঝোতা স্মারকের আওতায় টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড বিসিআইসিকে হ্রাসকৃত মূল্যে ভয়েস, এসএমএস, এমএমএস, মোবাইল ট্রাকিংসহ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সেবা প্রদান করবে। এর আওতায় সমুদ্র পথে আমদানিকৃত ইউরিয়া সার মাদার ভেসেল থেকে শুরু করে ডিলার পর্যন্ত পৌঁছানোর গোটা পরিবহন কার্যক্রম ট্রাকিং করা যাবে। ফলে বিসিআইসির সার মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার হবে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিজেদের মধ্যে কম খরচে টেলিটক সীম ব্যবহার করে যোগাযোগের সুযোগ পাবেন। সংস্থার নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, পদোন্নতি, দরপত্র আহবানসহ সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম ই-সেবার আওতায় আসবে। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বলেন, টেলিটকের প্রযুক্তিগত সহায়তায় মোবাইল ট্রাকিং সুষ্ঠু সার ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। বিসিআইসি আমদানিকৃত সার পরিবহনকালে ৭ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার সব সময় ট্রানজিটে থাকে। এ সারের সঠিক অবস্থান তদারকির জন্য মোবাইল ট্রাকিং পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানার উৎপাদনশীলতা বাড়াতে অন্যান্য কারখানার সাথেও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য টেলিটকের প্রতি পরামর্শ দেন। টেলিটকের মোবাইল ট্রাকিং প্রযুক্তির প্রসার জঙ্গি অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় কার্যকর অবদান রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী বেগম তারানা হালিম বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে মোবাইল যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে টেলিটক পথিকৃৎ-এর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ১০ লাখ মা-কে সীম বিতরণ করে টেলিটক মাতৃ-ক্ষমতায়নে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যতে ২০ লাখ নারীকে সীম দিয়ে টেলিটক নারী ক্ষমতায়নে অবদান রাখবে। টেলিটক নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করতে কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জুন, ২০১৮ এর মধ্যে জেলা পর্যায়ে টেলিটক নেটওয়ার্ক শক্তিশালী ও উন্নত হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পারস্পরিক বিনিয়োগ সম্পর্ক জোরদারের তাগিদ

কলকাতায় বিমস্টেক প্রদর্শনী উদ্বোধনকালে শিল্পমন্ত্রী

বিমস্টেক-এর সদস্যভুক্ত দেশগুলোতে বিদ্যমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের অফুরন্ত সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারস্পরিক সহায়তা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক জোরদারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২১ ভাগ বিমস্টেক জোটভুক্ত দেশগুলোতে বাস করছে। জোটের সমষ্টিগত জিডিপির পরিমাণ ৭৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হলেও দেশগুলোর সম্মিলিত বাণিজ্যের পরিমাণ এখনও বিশ্ববাণিজ্যের মাত্র ৭ শতাংশ। দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য বাড়িয়ে এ অঞ্চলের জনগণের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন। শিল্পমন্ত্রী গত ১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতায় তিন দিনব্যাপী আয়োজিত ''বিমস্টেক প্রদর্শনী-২০১৭'' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের (আইসিসি) সভাপতি শশওয়াত গোয়েনকা (Shashwat Goenka)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ভোক্তাবিষয়ক মন্ত্রী সাধন পান্ডে, ভারতের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব প্রশান্ত আগরওয়াল (Prasanta Agarwal), মায়ানমার এর বিমসটেক প্রতিনিধি লাপাই ঝাউ গুন (Lahpai Zau Goone), ঝাড়খন্ডের শিল্প অধিদপ্তরের সচিব সুনীল কুমার বার্ণওয়াল এবং আইসিসির সিনিয়র সহ-সভাপতি রুদ্র চ্যাটার্জী বক্তব্য রাখেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বিমস্টেক সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষে একটি 'মুক্ত বাণিজ্য এলাকা' গঠনের কাজ চলছে। এর জন্য জোটভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে দ্রুত সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করা জরুরি। পাশাপাশি দেশগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সুরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি সম্মিলিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে দেশগুলোর মধ্যে কানেকটিভিটি বাড়ানোর তাগিদ দেন। আমির হোসেন আমু বলেন, বিমস্টেক সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিখাতে সহায়তা জোরদারের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, সংস্কৃতিক ও পর্যটন শিল্পের বিকাশ, ব্লু ইকোনোমির সুবিধা কাজে লাগানোসহ অন্যান্যখাতে পারস্পরিক সহায়তার সুযোগ রয়েছে। এসব সুযোগ কাজে লাগিয়ে জোটভুক্ত দেশগুলোর অর্থনীতি সমৃদ্ধ করার কার্যকর উদ্যোগ নেয়া জরুরি। কলকাতায় আয়োজিত বিমস্টেক ফোরাম এ সংক্রান্ত কর্মপন্থা ও কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশে অর্জিত অগ্রগতির উল্লেখ করে আমির হোসেন আমু বলেন, বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত ওষুধ ইউরোপ ও আমেরিকাসহ বিশ্বের ১২৭টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। ইউরোপের উল্লেখযোগ্য দেশগুলোতে বাংলাদেশে নির্মিত জাহাজ রপ্তানি হচ্ছে। ২০১৮ সাল নাগাদ সফটওয়্যার খাত থেকে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ কাজ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে বহুক্ষেত্রীয় প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে গঠিত সাত জাতির অর্থনৈতিক জোট ''বিমস্টেক'' গত ২০ বছর ধরে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। কলকাতায় আয়োজিত এ প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিমস্টেক ফোরাম জোটভুক্ত দেশগুলোতে বসবাসরত ১.৩ বিলিয়ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে আঞ্চলিক ইন্টিগ্রেশন বা একীভূত প্রচেষ্টার প্রয়াস জোরদার করবে বলে আশা করা যায়।

সৌদি আরবের সাথে যৌথ বিনিয়োগে ডিএপি সার কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে

অ্যামোনিয়া ডে-ট্যাংকে সংঘটিত দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ক্ষতিপূরণের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী

দেশে ক্রমবর্ধমান ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) সারের চাহিদা মেটাতে সৌদি আরবের সাথে যৌথ বিনিয়োগে একটি ডিএপি সার কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, কৃষিখাতে ইউরিয়া সারের পাশাপাশি ডিএপি সারের ব্যবহার বাড়ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে এ সারের চাহিদা বেড়ে প্রায় ৮ লাখ মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে। গত ২৫ মে শিল্পমন্ত্রী চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ডিএপি ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড (ড্যাপ) প্রাঙ্গণে মৎস্য ও গবাদি পশু খামারিদের মাঝে ক্ষতিপূরণের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা জানান। ২০১৬ সালের ২২ আগস্ট ডিএপি সার কারখানার প্যান্ট-১ এর অ্যামোনিয়া ডে-ট্যাংকে সংঘটিত দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে চেক হস্তান্তরের জন্য এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে ভূমি প্রতিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এমপি ও বিসিআইসির তৎকালীন চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইকবাল বক্তব্য রাখেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, খাদ্য নিরাপত্তার সাথে সুষ্ঠু সার ব্যবস্থাপনার বিষয়টি গভীরভাবে জড়িত। আওয়ামী লীগ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ইউরিয়া সারসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন করা হয়েছে। গত সাড়ে আট বছর দেশের কোথাও কোনো ধরনের সার সংকট হয়নি। নিজস্ব উৎপাদন থেকে সারের যোগান দিতে সরকার সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে ৪ হাজার ৮৭৪ কোটি ৪৫ লাখ টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৫ লাখ ৮০ হাজার ৮০০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন শাহজালাল সার কারখানা নির্মাণ করেছে। সার সংরক্ষণ ও বিতরণে সুবিধার্থে বিভিন্ন জেলায় ১৩টি বাফার গুদাম নির্মাণেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানে মোট ৩৪ লাখ ৪৬ হাজার ৩৫০ টাকার ক্ষতিপূরণের চেক বিতরণ করা হয়।

অ্যামোনিয়া ডে-ট্যাংকে সংঘটিত দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ক্ষতিপূরণের চেক প্রদান করছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার জরুরি

বিটাকের টুল ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজ উদ্বোধনকালে শিল্পমন্ত্রী

বিটাকের টুল ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে হাইটেক শিল্পের চেয়ে শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, ম্যানুফ্যাকচারিং হাল্কা প্রকৌশল শিল্প প্রসারের মাধ্যমে দেশে ব্যাপকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাল্কা প্রকৌশল শিল্পের জন্য ঢাকার কেরানীগঞ্জে একটি পরিকল্পিত শিল্পনগরী গড়ে তোলা হচ্ছে। ক্ষতিকর কেমিক্যাল, প্লাস্টিক ও মুদ্রণ শিল্পের জন্যও পৃথক শিল্পনগরী গড়ে তোলার কাজ চলছে বলে তিনি জানান। শিল্পমন্ত্রী গত ২৪ মে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)-এর টুল ইনস্টিটিউট ভবনের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে দেশে বিপুল পরিমাণে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল প্রয়োজন। শিল্পোন্নত দেশগুলোর শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ শিক্ষার্থী যেখানে কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশে এর পরিমাণ এখনও মাত্র ১০ শতাংশ। বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি লোক বিদেশে চাকরি করলেও দক্ষতার অভাবে তারা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দেশব্যাপী যে একশ'টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে, সেগুলো সচল রাখতে ব্যাপকহারে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরির ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। আমির হোসেন আমু বলেন, প্রধানমন্ত্রীর 'ঘরে ঘরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি'-এর ঘোষণা বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। বিটাকের মাধ্যমে বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত ১১ হাজার ২৩২ জন পুরুষ এবং ৮ হাজার ১০০ জন মহিলাসহ সর্বমোট ১৯ হাজার ৩৩২ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩ হাজার ২৭২ জন পুরুষ এবং ৩ হাজার ৩৩৮ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৬ হাজার ৬১০ জন প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হবার সাথে সাথেই চাকরি পেয়েছেন। বাকীদের অধিকাংশই পরবর্তীতে বিভিন্ন কল-কারখানায় নিয়োগ পেয়েছেন এবং কেউ কেউ নিজেরাই উদ্যোক্তা হয়ে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছেন। টুল ইনস্টিটিউট চালু হলে দেশেই বিশ্বমানের হাল্কা প্রকৌশল পণ্য ও খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরি সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, ৭৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে বিটাকের টুল ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পটি ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সমাপ্ত হবে। নতুন এ প্রকল্পে দেশীয় কারিগরদের সিএনসি মেশিন পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন, হাল্কা প্রকৌশল পণ্যের ডিজাইন ও মেইন্টেন্যান্স সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা হবে। এর ফলে দেশে আধুনিক, টেকসই ও উৎপাদনমুখী হাল্কা প্রকৌশল ও এসএমই শিল্পখাত গড়ে ওঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে

শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবসের আলোচনায় শিল্পমন্ত্রী

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ সামর্থ্য উজাড় করে দিতে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান শিল্পমন্ত্রী। গত ২৩ জুলাই জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস-২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান। রাজধানীর মতিঝিলে অবস্থিত শিল্প মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সুষেণ চন্দ্র দাস এতে সভাপতিত্ব করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, দক্ষ সিভিল সার্ভিস হচ্ছে জনপ্রশাসনের ভিত্তি। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বাঙালি জাতীয়বাদের চেতনা ও দেশপ্রেমের মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে। রক্তস্নাত স্বাধীন বাংলাদেশের জনসেবার জন্য বৃটিশ কিংবা পাকিস্তান আমলের প্রশাসনিক চিন্তাভাবনা চলবে না। তিনি পাবলিক সার্ভিসের সদস্যদের কাজ সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ, নিজের কাজের মূল্যায়ন ও প্রয়োজনে ভুল সংশোধন করে সততার সাথে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দেন। উল্লেখ্য, জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস-২০১৭ উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১১টি প্রতিষ্ঠান মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণে তাদের সেবা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে। প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সেবা সম্পর্কে নানা রঙের ব্যানার, ফেস্টুন ও ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করে। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) প্রকাশিত 'এ্যাক্রেডিটেশন অ্যান্ড রিলেটেড অ্যাসেজ (Accreditation and Related Essays) শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকান্ডের প্রদর্শনী দেখছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

জাপানি উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে

জাপানের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎকালে শিল্পমন্ত্রী

জাপানি উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ সরকার একটি বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) গড়ে তুলছে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেন, এ অর্থনৈতিক অঞ্চলে জাপানের স্বনামধন্য উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে পারে। এ লক্ষ্যে তিনি জাপানি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের প্রতি আহবান জানান। জাপান বাংলাদেশ থেকে আরো বেশি পরিমাণে মানসম্মত পণ্য রপ্তানি করতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মাসাতো ওয়াতানাবে (Mr. Masato Watanabe) শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ পরামর্শ দেন। গত ১৬ আগস্ট শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাৎকালে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় বাংলাদেশের শিল্পখাতে জাপানি বিনিয়োগ, প্রযুক্তি স্থানান্তর, জাপানি কারখানা বাংলাদেশে স্থানান্তরসহ অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। শিল্পসচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ, মোঃ দাবিরুল ইসলাম, বিসিআইসির চেয়ারম্যান শাহ মোঃ আমিনুল হক, বিএসএফআইসির চেয়ারম্যান এ.কে.এম দেলোয়ার হোসেনসহ শিল্প মন্ত্রণালয় ও জাপান দূতাবাসের কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে শিল্পমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাপান সফরের মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে অর্থবহ দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সম্পর্কের সূচনা হয়। এর ধারাবাহিকতায় জাপান-বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু নির্মাণ, পদ্মা সেতুর প্রাক-সমীক্ষা, মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ বিভিন্ন প্রকল্পে জাপান অর্থায়ন করে আসছে। তিনি বাংলাদেশে মোটরগাড়ি উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগের বিষয়ে বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সব সময় জাপানি বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তিনি মালয়েশিয়ায় জাপানি বিনিয়োগে স্থাপিত ও বর্তমানে বন্ধ সনি কারখানা বাংলাদেশে স্থানান্তরের জন্য রাষ্ট্রদূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলাদেশের প্রশিক্ষিত কারিগরি জনবল দক্ষতার সাথে এ কারখানা পরিচালনায় সক্ষম বলে তিনি জানান। বিদায়ী রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের তাঁর দায়িত্ব পালনে সহায়তার জন্য শিল্পমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের কর্মতৎপরতা, সৃজনশীলতা ও বন্ধুবৎসল গুণের প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সূচিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগের আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশ থেকে অধিক পরিমাণে পণ্য আমদানি এবং বাংলাদেশের মোটর যান উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য জাপানি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

টেলিকম খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হুয়াইয়েই-এর কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান

চীনের হুয়ায়েই গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র পরিদর্শনকালে শিল্পমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে আইসিটি ও টেলিকমখাতে বিনিয়োগ বাড়াতে বিশ্বসেরা চীনা টেলিকম কোম্পানি হুয়ায়েই-এর কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, তথ্য-প্রযুক্তিখাতের টেকসই বিকাশের মাধ্যমে 'বেটার কানেক্টেড বাংলাদেশ' গঠনে এ প্রতিষ্ঠান কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা করতে পারে। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু গত ১৬ মে বেইজিংয়ে হুয়ায়েই গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র (Huawei Researh and Development Center) পরিদর্শনকালে আয়োজিত বৈঠকে এ আহবান জানান। এ সময় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম. এ. মান্নান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশের তথ্য-প্রযুক্তি ও টেলিকম শিল্পখাতের উন্নয়নে হুয়ায়েই-এর কার্যক্রম জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা জানান, ১৯৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশের তথ্য-প্রযুক্তিখাতের উন্নয়নে হুয়ায়েই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। এ কোম্পানি টেলিটক, বিটিসিএল, গ্রামীণ ফোন, রবি, বাংলালিংকের সরকারি এবং বেসরকারি মোবাইল অপারেটর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে। এটি বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও আইসিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে বলে তাঁরা মন্ত্রীদের অবহিত করেন। অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, তথ্য-প্রযুক্তিগত সেবা প্রসারের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জীবন মানোন্নয়নে হুয়ায়েই-এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আইসিটিখাতে এর বিশাল সক্ষমতা বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে বিশেষভাবে সহায়তা করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশে হুয়ায়েই-এর কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সিএসআর কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারিখাতে টেলিকম শিল্পের প্রবৃদ্ধিতে অনবদ্য অবদান রাখছে। এর ফলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের পথে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এর আগে মন্ত্রীগণ হুয়ায়েই-এর কারখানা পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁরা তথ্য-প্রযুক্তিখাতে হুয়ায়েই কোম্পানির সর্বশেষ উদ্ভাবন সম্পর্কে ধারণা নেন। তাঁরা কোম্পানির উদ্ভাবিত বিশ্বসেরা মোবাইল ব্রডব্যান্ড টেকনোলজি, আইসিটি সল্যুশন, স্মার্টফোন ও ট্যাবলেট উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন। উল্লেখ্য, গত ১৪ মে চীনের বেইজিংয়ে দু'দিন ব্যাপী উচ্চ পর্যায়ের ''বেল্ট অ্যান্ড রোড ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী পুরস্কার প্রদান

বিসিকের ১৪২৩ সালের শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী পুরুস্কার প্রদান করলেন শিল্পমন্ত্রী।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)-১৪২৩ সালের শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী পুরস্কার বিতরণ করেছে। বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে গত পয়লা বৈশাখ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বিসিক ও বাংলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বৈশাখী মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এ পুরস্কার বিতরণ করেন। শিল্পমন্ত্রী গত ১৪২৩ সালের শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী হিসেবে ঝিনাইদহের শিল্পী শ্রী গোপেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তীর হাতে 'কারুরত্ন' পুরস্কারসহ অন্যান্যদের দক্ষ কারুশিল্পী হিসেবে পুরস্কার প্রদান করেন।

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বৈশাখী মেলা ১৪২৪ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী পুরস্কার ১৪২৩ প্রদান করছেন।

এসএমই ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন

৫ম জাতীয় এসএমই মেলা-২০১৭ উদ্বোধন করলেন শিল্পমন্ত্রী

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গত ১৫-২০ মার্চ ২০১৭ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৫ম জাতীয় এসএমই মেলা-২০১৭ আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি। দেশের সকল বিভাগীয় শহর, জেলা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ২০০ টি এসএমই প্রতিষ্ঠান (২১৬ টি স্টল) তাঁদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে এই মেলায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া মেলায় ক্রেতা-বিক্রেতা মিটিং বুথ, রক্তদান কর্মসূচি, মিডিয়া সেন্টার, তথ্য কেন্দ্রের স্টল ছিল। উল্লেখ্য, মেলায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে ৬১.৫% নারী উদ্যোক্তা (১২৩ জন) এবং ৩৮.৫% পুরুষ উদ্যোক্তা (৭৭ জন)। মেলায় মোট ২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার পণ্য বিক্রয় হয় এবং মোট ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার বিভিন্ন পণ্যের অর্ডার পাওয়া যায়। এসএমই ফাউন্ডেশন মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসাবে ফাউন্ডেশন এসএমই শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার, বিক্রয় এবং ক্রেতা-বিক্রেতার সংযোগ স্থাপনের লক্ষে স্থানীয় জেলা প্রশাসন, বিসিক, নাসিব, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি ও ব্যবসায়িক প্রতিনিধিসহ সকল স্টেকহোল্ডারগণকে সম্পৃক্ত করে তাঁদের সহযোগিতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আটটি বিভাগের গোপালগঞ্জ, বান্দরবান, যশোর, বগুড়া, দিনাজপুর, ঝালকাঠি, মৌলভীবাজার এবং জামালপুর জেলায় সাতদিনব্যাপী আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন করেছে।

'৫ম জাতীয় এসএমই মেলা-২০১৭' - এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি

শিল্পমন্ত্রী ফিতা কেটে '৫ম জাতীয় এসএমই মেলা-২০১৭'- এর শুভ উদ্বোধন করছেন

আন্তর্জাতিক মান অবকাঠামো বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময়

রাশিয়া, জার্মানি ও যুক্তরাজ্য সফর করলেন শিল্পমন্ত্রী

'বাংলাদেশ জাতীয় গুণগতমান ও কারিগরি কাউন্সিল' স্থাপনের লক্ষ্যে শিল্পোন্নত রাশিয়া, জার্মানি ও যুক্তরাজ্যের মান অবকাঠামো পরিদর্শন ও বিদ্যমান আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য গত ২০ এপ্রিল শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু রাশিয়া সফর করেন। সফরকালে তিনি ছয় সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। আইএমইডি-এর ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ মফিজুল ইসলাম, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ, উপপ্রধান মুঃ আনোয়ারুল আলম, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের একান্ত সচিব মোঃ কামরুল হাসান ও মন্ত্রীর সহকারি একান্ত সচিব এফ, এম, মাহমুদ (কিরন) প্রতিনিধিদলে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল ২১ এপ্রিল রাশিয়ার 'ফেডারেল এজেন্সি অন টেকনিক্যাল রেগুলেশন অ্যান্ড মেট্রোলজি' পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। ২৩ এপ্রিল তাঁরা জার্মানি যান এবং ২৪ এপ্রিল জার্মানিতে 'জার্মান এসোসিয়েশন ফর কোয়ালিটি (DGQ)' এবং ২৬ এপ্রিল বার্লিনে 'জার্মান ইন্সটিটিউট ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন (DIN)' পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁরা প্রতিষ্ঠানটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। প্রতিনিধিদল ২৮ এপ্রিল যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অবস্থিত 'ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্সটিটিউশন (BIS)' পরিদর্শন করেন এবং প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। দেশগুলোর এসব কারিগরি মান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে তারা সংশ্লিষ্ট কারিগরি নিয়ন্ত্রণ আইনের বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন এবং এগুলোর বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে বাস্তব ধারণা নেন। একই সাথে তাঁরা বাংলাদেশের মান অবকাঠামো, জাতীয় গুণগত মান, পণ্য ও সেবার গুণগত মানোন্নয়নে বর্তমান সরকার গৃহীত উদ্যোগ তুলে ধরেন। এর মাধ্যমে শিল্পোন্নত দেশগুলোর জাতীয় গুণগতমান নীতি, মান অবকাঠামো, গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিদ্যমান কারিগরি আইন, অ্যাক্রেডিটেশন ও সার্টিফিকেশন বডির সক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ সফর থেকে লব্ধ জ্ঞান ও প্রাপ্ত সুপারিশ বাংলাদেশ জাতীয় গুণগতমান ও কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল স্থাপন, মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আইন ও বিধি প্রণয়ন এবং জাতীয় গুণগতমান অবকাঠামোর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভেজাল প্রতিরোধে অসাধু উৎপাদকদের বিরুদ্ধে সবার আগে ব্যবস্থা নিতে হবে

বিএসটিআই-এর কর্মকর্তাদের প্রতি শিল্পমন্ত্রীর নির্দেশ

শুধু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নয়, নকল ও ভেজাল প্রতিরোধে অসাধু উৎপাদকদের বিরুদ্ধে সবার আগে ব্যবস্থা নিতে বিএসটিআই-এর কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, পণ্যের নকল ও ভেজাল প্রতিরোধ করতে হলে যেসব কারখানায় নকল ও ভেজাল পণ্য উৎপাদন হয়, সেখানেই প্রথমে অভিযান চালাতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি বিএসটিআইতে কর্মরত সবাইকে সর্বোচ্চ নৈতিকতা বজায় রেখে পেশাদারিত্বের সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দেন। গত ২১ মে শিল্পমন্ত্রী বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস-২০১৭ উপলক্ষে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) আয়োজিত 'পরিমাপ পরিবহনের নিয়ন্ত্রক (Measurements for transport). শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ নির্দেশ দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে পরিমাপের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, যে কোনো পণ্য উৎপাদন কিংবা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি তৈরির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাপের কাঁচামাল ব্যবহার করা জরুরি। এর ব্যত্যয় হলে, উৎপাদিত পণ্য জননিরাপত্তার জন্য হুমকির কারণ হতে পারে। তিনি অবকাঠামো নির্মাণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পণ্য ওজন, পরিবহণ তৈরিসহ সকল ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাপ অনুসরণের তাগিদ দেন। আমির হোসেন আমু বলেন, দেশের সাধারণ জনগণের পাশাপাশি, বিএসটিআই-এর কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনরাও পণ্যের ক্রেতা ও ভোক্তা। যে কেউ নকল ও ভেজাল পণ্য ব্যবহার করে মারাত্মক ক্ষতির শিকার হতে পারেন। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নকল ও ভেজাল পণ্য উৎপাদন ও বিপণন প্রতিরোধে তিনি সর্বোচ্চ সততা ও সাহসিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন জননিরাপত্তার জন্য পরিবহণখাতে পরিমাপ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া জরুরি। তৈরি পোশাক শিল্পের পর ঔষধ শিল্পখাতে মান নিয়ন্ত্রণের ফলে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি ঔষধ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখলে সক্ষম হয়েছে। পরিবহনখাতে মান নিয়ন্ত্রণ করে দেশে রপ্তানিমুখী নতুন শিল্পখাত গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি জনগণের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে মানসম্মত পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান জানান।

প্রকল্প বাস্তবায়নে সাফল্যের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হবে

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সভায় শিল্প সচিব

আগামী ৩০ জুনের পর প্রকল্প বাস্তবায়নকারীদের জন্য পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থা করবে শিল্প মন্ত্রণালয়। যেসব প্রকল্প গুণগতমান বজায় রেখে সঠিক সময়ে ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হবে সেগুলোর সাথে সম্পৃক্তদের পুরস্কৃত করা হবে। একই সাথে যারা প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থ হবেন তাদেরকে তিরস্কার করা হবে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এ সিদ্ধান্তের কথা জানান শিল্পসচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। গত ১১ অক্টোবর শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও কর্পোরেশনের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় জানানো হয়, শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ৪৭টি উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে। এর মধ্যে ৩৭টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ০৩টি কারিগরি এবং ০১টি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প রয়েছে। সব মিলিয়ে এসব প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ ১ হাজার ৩৮২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবি খাতে ১ হাজার ৩২৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্যখাতে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নখাতে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সভায় শিল্প সচিব বলেন, এখন থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়কে সকলের শীর্ষে থাকতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের আরো কর্মতৎপর হতে হবে। কারো অবহেলার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা আসবে এবং শিল্প মন্ত্রণালয় গৃহীত এ ধরনের উদ্যোগ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুকরণযোগ্য হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বিটাকের হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্পকে যুব কর্মসংস্থানের মডেল হিসেবে উল্লেখ করে এ ধরনের আরো ইতিবাচক প্রকল্প গ্রহণের জন্য বিভিন্ন কর্পোরেশন ও সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৭ পালিত

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ২ অক্টোবর দেশব্যাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৭ পালিত হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের শিল্প, কৃষি ও সেবাসহ বিভিন্নখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এই দিবসটি উদযাপন করা হয়। এ বছর দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'টেকসই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতা'। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে সোমবার সকাল ৮টায় রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন সংলগ্ন সড়ক থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। শিল্পসচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ এর নেতৃত্বে এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, শিল্প-কারখানার মালিক-শ্রমিক ও কর্মচারীরা অংশ নেন। এদিন বেলা ১১ টায় রাজধানীর সিরডাপ অডিটরিয়ামে 'টেকসই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতা' শীর্ষক সেমিনারে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ প্রধান অতিথি এবং এফবিসিসিআই-এর সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রেণী/পেশার জনগণের নিকট জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের শুভেচ্ছা বার্তা সম্বলিত ভয়েস কল ও এসএমএস প্রেরণ করা হয়েছে । দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে জাতীয় দৈনিক সাতটি পত্রিকায় রঙিন ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয় । মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সম্বলিত একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয় ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৭ র‍্যালির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ

এনপিও এবং এপিও এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো "Emerging Roles of Producers' Association and Farmers' Cooperatives" শীর্ষক আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৩-২৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে FARS Hotel & Resorts এ Emerging Roles of Producers Association and Farmers Cooperatives শীর্ষক আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সিনিয়র সচিব ও APO এর Country Director মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া । পাঁচ দিনব্যাপী এ আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কম্বোডিয়া, ফিজি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশের ২৩ জন প্রতিনিধি অংশ নিয়েছেন । আন্তর্জাতিক উৎপাদনশীলতা ও বিপণন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ কর্মশালার অভিজ্ঞতা এশিয়া ও প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর কৃষিখাতের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা জোরদার করবে ।

Emerging Roles of Producers' Association and Farmers' Cooperatives শীর্ষক আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ

জামদানি প্রদর্শনী-২০১৭ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী

বাংলাদেশের জামদানি এখন ইউনেস্কো ওয়াল্ড হেরিটেজের অন্তর্ভুক্ত

বাংলাদেশের জামদানি শিল্প এখন ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের অন্তর্ভুক্ত। ইউনেস্কোর জুরিবোর্ড ঐতিহ্যবাহী জামদানিকে ইনটেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ-এর তালিকাভুক্ত করেছে। এ অর্জন আমাদের গৌরবের। গত ১৩ জুন ২০১৭ তারিখ বিসিক এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত জামদানি প্রদর্শনী ২০১৭ উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এ কথা বলেন। শিল্পমন্ত্রী তার বক্তব্যে আরো বলেন, সরকার জামদানি শিল্পের উন্নয়নে কারুশিল্পীদের একই স্থানে শিল্প স্থাপনে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং নতুন প্রজন্মকে উৎসাহ প্রদান, উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিপণন সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু জামদানি স্টল পরিদর্শন করছেন

Ministry of Industries for Trade Facilitation: Investment Agreement in focus

Md. Aminur Rahman,
Deputy Secretary,
Ministry of Industries

Ministry of Industries deals with industrial development through national initiatives and with international supports in the form of investment. It has mandate and responsibility to work for industrial development with a focus on national and International trade issues. Since Investment follows trade aiming at return, the ministry has to relate investment with trade as well. Besides, the ministry is obliged to remove technical barriers to trade and ensure compliance of Intellectual Property issues to make investment protected for fair business. Investment promotion and protection agreements done by the ministry is directly related to trade facilitation.

Investors would like to have better business and Investment Agreements should support investors for uninterrupted and protected business. Foreign Direct Investment (FDI) is crucial for infrastructural development and establishment of Industrial enterprises, particularly heavy industries. FDI implicates and looks for enabling business environment and trade facilities in the host state. Ministry of Industries facilitates FDI predominantly through the accomplishment of Investment Promotion and Protection Agreements among other legally enforceable or nonbinding instruments with the convergence of will.

By dint of allocation of business, the Ministry of Industries represents the government of Bangladesh in terms of Industrial development and related issues. It has the responsibility to undertake non-tariff measures concerning standards and intellectual property rights to facilitate trade. To do that, the ministry is supported by legally constituted Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI), Bangladesh Accreditation Board (BAB) and Department of Patent Design and Trademarks (DPDT). The contribution of the ministry to trade facilitation by removing Technical Trade barriers with internationally recognized instruments and by compliance with globally accepted trade obligations is as significant as the promotion of business and investment through the creation of enabling environment by comprehensive legal instruments (eg. Investment agreements).

Many critics at present, however, refer the accomplishment of international investment agreements as developed country agenda since the agreements comprise huge binding clauses to oblige host states (usually the developing or least developed countries) to support investors (mostly happens to be from developed countries). Consequences of these clauses lead the host countries to experience difficult legal proceedings in the international courts and arbitral tribunals. Since the awards are binding upon the host states as per the agreements, the host states fall under the huge pressure of monetary compensation or compromising the national interests.

On the other hand, the investors rely on the provisions of investment agreements to enjoy Most Favoured Nations Treatment and National Treatment, to protect them from probable discriminate or arbitrary expropriation, to get the facility for the free flow of transfer of fund in freely convertible currency in case of expropriation, repatriation so on so forth. To this end, even the definition of the investment spelled out in the agreements becomes crucial for the investors in the cases of future controversy.

To oblige host states with responsibilities in favour of the investors and for confidence building of them and on the contrary protecting host states from misinterpretations the investment agreements support with clear text on some critical issues like "Fair and Equitable Treatment", "National Security Interest", "MFN and Like circumstances in MFN", "Indirect Expropriation" etc. Imposition of responsibilities to investors by the agreements affects investment. Balancing between the privileges and facilities ensured for the investors and responsibilities assigned to them and the protection of host states from unexpected consequences of arbitration is really difficult. In other words, to find the equilibrium between protection of foreign investors and investments from certain types of host state behaviour and maintaining states' flexibility to adopt measures in the public interest is crucial. The investment agreements are tools to promote ethical business practices in the foreign investment regime.

As mentioned before, the ministry is supposed to work with wide range of works for globally compatible standards, for compliance with TRIPS obligations in time and strengthening itself for formulation and accomplishment of comprehensive investment agreements towards trade facilitation.

The Ministry of Commerce in Bangladesh deals with the accomplishment of FTA and redresses relevant behind border issues. The investment agreements have to be in line with the policy measures of the Ministry of Commerce.

Challenge remains with the Ministry of Industries to the accomplishment of instruments (agreements and MoUs) for mutual cooperation in fast pace and accession to Treaties for a wider scope of applications. Formulation of regulations and designing of the institutional and physical infrastructures are still far-reaching. Still, to support trade promotion, a comprehensive investment promotion and protection agreement having essential components for trade facilitation is very essential.

Since the investment agreements are like an umbrella agreement and tenure of effect is perpetual in nature, they have the impact on other agreements between state and investors and the impacts may be applicable for the long term. There are legal effects and consequences of the agreements on trade resulted in the proceedings of courts or arbitral tribunals or decision of the state concerning National Security Interest, Environmental Protection Measures, Expropriation, and Restriction on a payment due to Balance of Payment situation.

Investment agreements relate investment with trade and facilitate trade by the benefit of the investment. A comprehensive investment agreement supported by favourable business environment promotes investment and thereby facilitates and promotes trade.

SMEs in Bangladesh: An overview

Md.Khairul kabir Menon
Deputy Secretary
Ministry of Industries

Introduction:

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are businesses whose personnel numbers fall below certain limits. SMEs are said to be responsible for driving innovation and competition in many economic sectors. It creates new jobs, generating revenues in emerging economy and thereby reduces unemployment and finally plays an important role for socio-economic development of the country. However over half of SMEs do not have access to the capital they need to grow. Rather than being able to access traditional loans, they rely on personal funds and loans from friends or families, a fact which hinders their growth. Bangladesh is a very potential and steadily rising economy in South Asia. Its economy has been growing 6% during last one decade and has been deemed to exceed 7.01% in this fiscal year. Over 90% of the total businesses in our country are SMEs and they play a pivotal role for economic growth, poverty alleviation, employment generation and rapid industrialization. As per Vision 2021 the contribution of industry and service sector to GDP will stand at 40 and 45 percent respectively in place of 28 and 50 percent as at present.

Currently Bangladesh economy is going through a transitional period of transforming from agro based economy into industrial economy although it is blessed with fertile plain land, enormous supplies of natural irrigation water and a large basket of agriculture products. Contribution of Industry and Agriculture in GDP is 21.7% and 30.4% in 1991, 28.5% and 18.6% in 2010 respectively. At the same time contribution of service sector to GDP raised from 47.9% in 1991 to 53.0% in 2010.

Recently, industry sector rebounded from the sluggish growth during recession and recorded a robust growth of 8.16 percent (in 2012), up from 6.49 percent of previous year (2011). Contribution of industrial sector in GDP was 29.55% in 2013-14 (BER, 2015). Massive initiatives taken by the present government in the overall infrastructure sectors including the power helped to improve industrial production.

Definition of SMEs in Bangladesh:

Every country and economic organization has its own definition of what is considered a small and medium-sized enterprise. As for example in the United States, there is no distinct way to identify SMEs, but in the European Union, a small-sized enterprise is a company with fewer than 50 employees, while a medium-sized enterprise is one with fewer than 250 employees. The National Industrial Policy 2016 has clearly defined the small and medium enterprises (SMEs) with two major indicators e.g. replacement cost and no. of workers. Summary of the definition is as follows:

Category	Small	Medium	Indicators
Manufacturing	75 Lac - 15 Crore	15 Crore - 50 Crore	Replacement cost
	31-120	121 – 300	No. of workers
Service	10 Lac - 2 Crore	2 Crore - 30 Crore	Replacement cost
	16 – 50	51 – 120	No. of workers

Role of SMEs in economic growth of Bangladesh:

Accelerating growth and reducing poverty, income inequality and regional disparity are the overarching goals of the current development paradigm in Bangladesh. Development of small and medium enterprises (SMEs) is considered as a key element in the development strategy of Bangladesh and for achieving double digit growth in manufacturing, matching development of SMEs is considered critical. Enhanced micro, small and medium enterprise activities in the rural and backward regions constitute a key component of the strategy for rural development. Bangladesh economy benefits from strong support of its dependable SME sector. SMEs are the engine growth in Bangladesh. There are about 8 million economic units in Bangladesh (National Economic Census 2013). About 90 per cent of all industrial units in Bangladesh are SMEs generating employment about 31 million people and providing 75 per cent of household income. Various categories of SMEs in Bangladesh such as Readymade Garments, Knitwear, Frozen Food and Shrimp, Tea, Raw Jute, Jute Products, Leather and Leather Products, Chemical Fertilizer, Ceramic Tableware, Naphtha, Furniture, Fruits and Vegetables, Handicraft, Light Engineering Products including Bicycle etc. contribute 23% of total civilian employment, about 80% of total industrial labor force, about 70%–80% in nonagricultural sector labor force. Share of SMEs in manufacturing value addition to GDP varies from 28%– 30%. SMEs contribution to national export is very significant.

By producing exportable surpluses of commodities together with fulfilling local demands SMEs are making significant contribution to the national economy. This sector is a potential sector in terms of local value additions and creation of employment opportunities.

SME Development Agencies in Bangladesh:

Various organizations are involved for the developments of SMEs in Bangladesh among them following are important:

- Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC);
- Small and Medium Enterprise Foundation (SMEF);
- Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC);
- National Association of Small and Cottage Industries in Bangladesh (NASCIB);

- Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR);
- Business Promotion Council (BPC);
- National Productivity Organization (NPO);
- Export Promotion Bureau (EPB);
- Bangladesh Handloom Board (BHB);
- The Jute Diversification Promotion Centre (JDPC);
- Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI);
- Other business associations and chamber of commerce and SME based sect-oral trade associations like Dhaka Chamber of Commerce (DCC), Chittagong Chamber of Commerce (CCI), Metropolitan Chamber of Commerce and Industries (MCCI), Bangladesh Agro Processor Association (BAPA), Bangladesh Garments Accessories Producers & Manufacturers and Exporters Association (BGAPMEA) etc.. Besides, various non government organizations are also involved in SME promotion.

Government Initiatives for SME Development:

Vision of the ministry of Industries is to become an industrially developed middle income country by 2021. To attain this vision in Industrial Policy 2016 SMEs has been considered as the main medium of Industrial development. Government has taken various initiatives for the development of SMEs in Bangladesh which includes:

1. High Priority Sector Identification: Government of Bangladesh has declared Agriculture and Agro processing sector, Ready-made garments, ICT, Pharmaceuticals, Leather and Leather goods, Light Engineering, and Jute & Jute goods as high priority sectors in Industrial Policy 2016.
2. Refinancing Schemes: Bangladesh Bank, the central bank of Bangladesh provides refinancing scheme to the commercial banks to disburse SME loan to the entrepreneurs. New refinancing schemes are being practiced regularly.
3. Institutional Arrangements: Special institutional arrangement has been made to nurture SMEs by establishing SME foundation, SME and special program departments in Bangladesh bank, SME section in the ministry of industries.
4. Establishing Industrial Estates, Export Processing Zone (EPZ), Special Economic Zone: For ensuring SME friendly infrastructural support in a particular area government is establishing Industrial estates through BSCIC and EPZs through BEPZA. About 79 industrial estates were developed by BSCIC and 8 EPZs were developed and regulated by BEPZA throughout the country. Government has planned to establish 100 Special Economic Zones throughout the country and a few of them have already established.
5. Human Resource Development (HRD) Activities: Government of Bangladesh took initiatives to create skilled manpower in different trades through National Skill Development Council and other various training and development institutions like SCITI, BIBM, BIM, VTI, SMEF, BOESL, etc.
6. SME Related Policies: The government of has adopted many SME friendly policies during last few years. Some of the SME related policies of the government are as follows:

i. The National Industrial Policy-2016:

In the National Industrial Policy 2016 the Government of Bangladesh recognizes SMEs as vehicles for enhancing the standard of life, economic growth and poverty alleviation of the common people. The Government acknowledged the importance of SME's in the economy in this Industrial Policy.

ii. SME Policy Strategies:

To promote SMEs a separate SME Policy Strategy has been introduced in 2005. New SME policy formulation is under process.

Some Recent Activities in SME Development:

A. Development in SME Financing

1. Government has created special bulk credit fund for SMEs (Small Entrepreneurs Fund) in Bangladesh Bank. Banks provide low cost fund against financing to SMEs from the fund. This program has created a noteworthy momentum involving and encouraging the banks for funding SMEs. In last decade the rate has increased around 200%.
2. SME Foundation operates a special credit program for SMEs (Credit Wholesaling Program) that are prioritized by the government. Micro and Small Entrepreneurs of the SME sectors, clusters, clientele groups etc. with special focus on rural and less developed areas and regions are provided low cost and collateral free loans from the program. Women entrepreneurs are given special attention in the program. Under the program the targeted SMEs are financed who are mainly unbanked or under banked.
3. The central bank sets 'SME loan disbursement target' every year with separate target for each bank.
4. Banks have opened separate 'SME Loan Department' in their head offices with dedicated setup and personnel for SME financing. This department is assigned to prepare and implement separate programs for increasing SME financing.
5. Banks have opened different support desks like 'SME Help Desk', 'Women Help Desk' in their branches aiming to provide dedicated supports for SME and women clients.
6. SME Foundation in association with Bangladesh Bank organizes different awareness and promoting programs such as SME financing fair, SME entrepreneurs-bankers conference, SME loan match making events etc aiming to increase the SME loans.
7. SME Foundation and Bangladesh Bank implement different training and capacity building programs for SMEs and SME bankers.
8. Banks have recently come forward with different non-financial services for their existing and potential SME clients like training, consultancy, linkage etc..

B. Other Issues:

1. Government has been implementing different SME development programs and projects with the supports of international development partners like EU, ADB, DFID, JICA etc.
2. Government has been providing special tax incentives for SMEs i.e. for Agro Products, Leather Goods, Furniture and for other SMEs.
3. Ministry of Women and Child Affairs has been implementing programs for catering women entrepreneurs.p
4. Local Governments institutions in different divisions and districts have come forward to support SME Foundation in implementing different SME development programs in rural areas.
5. In Industrial Policy-2016 and 7th Five Year Plan, SMEs has been considered as the highest priority sector.

Conclusion

Though, so many initiatives were taken, till now SMEs are fighting with few challenges like, inadequate access to finance and technology, limited resources, shortage of skilled manpower, absence of international standards testing laboratories, R&D facilities, product development center, technology incubation center etc. coordinated efforts among the SME development agencies of Bangladesh can foster growth of SMEs in Bangladesh. Co-located industrial parks, restructuring duties on raw materials and rationalizing duties on finished products and raw materials, internationalization of enterprises, export orientation, enlargement of export basket, SMEs friendly laws/rules etc. can be fuel towards the movement of SMEs development, as well as socio-economic develop of Bangladesh.

আমাদের কথা

খ্রিষ্টীয় নতুন বছরে প্রবেশ করেছি আমরা। বেশ কিছু বিশেষ বার্তা দিয়েছে সদ্যসমাপ্ত বছর। অর্থনীতির ক্ষেত্রে অর্জিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। বাজেটের আকার, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, রাজস্ব আয়, রেমিট্যান্স, দারিদ্র্য নিরসন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসেছে সফলতা। জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে শিল্পখাতের অবদান ছাড়িয়েছে শতকরা ৩২ ভাগ। জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমবর্ধমান রাখতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা নিরন্তর। শিল্প খাতকে বিশ্ব পর্যায়ে প্রতিযোগিতা সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক, উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প খাত সৃষ্টি, পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়ন প্রক্রিয়া, সুসংহত ব্যক্তিখাত গড়ে তোলাসহ পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন, এসএমই খাতের উন্নয়ন ও বাণিজ্য সম্প্রসারনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ক্ষুদ্র শিল্পসহ অন্যান্য উদ্যোক্তাদের আর্থিক সুবিধা ও স্বল্পসুদে ঋণপ্রদান, পণ্য বহুমুখীকরণ, মূল্য সংযোজনের অনুকূল পরিবেশ তৈরী, অবকাঠামো উন্নয়নসহ শিল্প কারখানার সংস্কার, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও শিল্পপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়নের প্রসার করে জিডিপিতে শিল্পখাতের অংশ বৃদ্ধিতে শিল্প মন্ত্রণালয় সচেষ্ট। এবারের শিল্প বার্তায় এ সকল কর্মকাণ্ডের খানিকটা প্রকাশ পেয়েছে।

শিল্প বার্তার এ সংখ্যা প্রকাশেও প্রতিবারের মত যাঁরা লেখা ও তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। ত্রুটি বিচ্যুতির দায় আমাদের। শিল্পবার্তার মান উন্নয়ন ও সৌকর্য বৃদ্ধিতে যে কোন পরামর্শ সব সময় কাম্য।

সম্পাদনা পরিষদঃ

মোঃ দাবিরুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব	লুৎফুন নাহার বেগম যুগ্ম সচিব	মোঃ আমিনুর রহমান উপসচিব	প্রতুল কুমার সাহা উপসচিব	মোঃ আবদুল জলিল সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রকাশনায় : শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ই-মেইল: shilpabarta.moind@gmail.com, Web : wwwmoind.gov.bd